আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস ২০১৩

কীটনাশকের বিপদ এবং গ্রামীণ নারী

১. ভূমিকা

১৫ অক্টোবর বিশ্বের প্রায় সব দেশের মতো বাংলাদেশেও পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস। আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস ও আন্তর্জাতিক নারী দিবস এক নয়। প্রতি বছর ৮ মার্চ পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস, যেখানে নারীর সার্বিক অধিকার ও উন্নয়নের বিষয়টি বিশেষভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। অন্যদিকে গ্রামীণ নারীদের অধিকারের বিষয়টি সংশিণ্টষ্ট সবার সামনে তুলে ধরার প্রয়াস হিসেবে পালিত হয় এই আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস। সুতরাং আন্ড়র্জাতিক নারী দিবস ও আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস একটি আরেকটির পরিপূরক, বিরোধাত্মক নয়।

২. আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবসের ইতিহাস

১৯৯৫ সালে বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের ৪র্থ নারী সম্মেলনে ১৫ অক্টোবরকে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস হিসেবে পালনের প্রস্ড়াব গৃহীত হয়। ১৯৯৭ সাল থেকে জেনেভা ভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ড়ড়সবহ'ং ড়ড়ৎষফ ঋঁসসরঃ ঋড়ঁহফধঃরড়হ (ডডঝঋ) আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবসটি পালনের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি পালন করে। ১৯৯৮ সাল থেকে বিভিন্ন দেশে বিশ্ব গ্রামীণ নারী দিবস হিসেবে এটি পালিত হচ্ছে। ২০০৭ সালে এসে এই দিবসটি এক বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করে। জাতিসংঘ ২০০৭ সালের ১৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সাধারণ পরিষদের সভায় ১৫ অক্টোবর আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস পালনের আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ড় নেয়। কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন এবং খাদ্য নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য দুরীকরণের ক্ষেত্রে গ্রামীণ নারীদের ভূমিকার প্রতি স্বীকৃতি স্বরূপ সাধারণ পরিষদ তার রেজুলেশন নম্বর ৬২/১৩৬-এর মাধ্যমে দিবসটি পালনের সিদ্ধান্ড়গ্রহণ করে। এর পরের বছর, ২০০৮ থেকে জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্রসমূহ এই দিবসটি পালন করে আসছে।

৩. বিভিন্ন সময়ে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবসের প্রতিপাদ্য

- ২০১২: জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন এবং অভিযোজনে আপনার অবস্থান তুলে ধরুন।
- ২০১১: ভূমি ও উত্তরাধিকারে নারীর অধিকার
- ২০১০: জলবায়ু অভিযোজনে মা ও মেয়ে শিশুর শিক্ষা অগ্রাধিকারের দাবিতে সোচ্চার হোন
- ২০০৯: স্বাস্থ্য অধিকার ও সুস্থভাবে বাঁচার জন্য সোচ্চার হোন।
- ২০০৮: খাদ্য নিরাপত্তাকে বিবেচনা করতে হবে খাদ্য ও সার্বভৌমত্বের আলোকে
- ২০০৭: খাদ্যে অধিকার: গ্রামীণ নারীরাই উৎপাদক ও যোগান দাতা

৪. বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস

বাংলাদেশে ২০০০ সাল থেকে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী ও উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও) সম্পূর্ণ নিজেদের অর্থায়নে গ্রামীণ নারী দিবস উদযাপন করে আসছে। জাতীয় উদযাপন কমিটি'র ব্যানারে প্রতিবছর জাতীয় ও জেলা পর্যায়ে তারা আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস পালন করে থাকেন। ২০০৭ সাল থেকে এর আয়োজনে ব্যাপকতা আসে এবং সেই বছর থেকেই নারী উন্নয়নে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জেলা পর্যায়ে গ্রামীণ নারীদেরকে (নারী মুক্তিযোদ্ধা, দাবি আদায়কারী, ধাত্রী মাতা, রত্নগর্ভা, বীজ সংরক্ষণকারী, অন্যায়ের প্রতিবাদকারী, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি ইত্যাদি) তাদের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মাননা প্রদান করা শুর" হয়। গত বছর ৫৬টি জেলায় এবং ১৭টি উপজেলায় আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস পালিত হয়েছে। এবছরও দেশের ৬৪টি জেলাতেই এই দিবসটি পালন করা হচ্ছে। প্রতিটি জেলায় এই দিবসটি পালনে সচেষ্ট রয়েছে এ সংক্রান্ড় জেলা কমিটি। জাতীয় পর্যায়েও দিবসটি পালন করা হচ্ছে নানান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এ সংক্রান্ড় যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করছে ইক্যুইটিবিডি'র সহায়তায় গঠিত জাতীয় কমিটি।

৫. কীটনাশকের বিপদ এবং গ্রামীণ নারী

এ বছরের গ্রামীণ নারী দিবস পালন করা হচ্ছে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে। সাধারণত আন্তর্জাতিভাবে যে প্রতিপাদ্য নির্ধরণ করা হয়, বাংলাদেশেও তারই আলোকে একটি প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু এ বছর গ্রামীণ নারী তিবস উদযাপন কমিটি এর ব্যতিক্রম করেছে। এ বছর প্রতিপাদ্য করা হয়েছে 'কীটনাশকের বিপদ এবং গ্রামীণ নারী'। দিবসটি উযদযাপন সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি বেশ কয়েকটি সভায় মিলিত হয়ে এই বছর এই প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছেন। কারণ কীটনামকের অতিরিক্ত ব্রবজার আমাদের দেশের নারী শিশুদেরকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। বিশেষ করে গ্রামীণ নারীরা রয়েছে চরম ঝুঁকির মধ্যে, কারণ তারাই কটিনাশক মিশ্রণ ও সংরক্ষণের প্রধান কাজগুলো করে থাকেন। একজন নারী যখন গর্ভ ধারণ করেন, তখন তার শরীরে নতুন কিছু প্রাকৃতিক বিষয় তৈরি হয়, কীটনাশকের ফলে সেই প্রক্রিয়াটা বাধাগ্রস্ত হতে পারে। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, গর্ভবতী মা যদি খুব বেশি কীটনাশকের কাছে থাকে তবে তার গর্ভের সন্তান নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

৬. বাংলাদেশে কীটনামকে সৃষ্ট বিপদের চিত্র

বাংলাদেশ এখনও কৃষি প্রধান দেশ। এখনও দেশের ১০০ জনের মধ্যে ৬০ জনেরও বেশি মানুষ সরাসরি কৃষির উপর নির্ভরশীল। সারা বছর এখানে নানা রকমরে ফসল চাষ হয়। অধিক উৎপাদনের আশায় আমাদের কৃষকরা বিভিন্ন ধরনের কীটনাশক

ব্যবহার করছেন। কীটনাশক ব্যবহারের পরিমাণ তিন তিন বেড়েই চলছে। জানা গেছে ১৯৫৪ সালের তুলনায় ২০১০ সালে দেশে কীটনাশক ব্যবহারের পরিমাণ বেড়ে গেছে ৬ গুনেরও বেশি। সবজি চাষে প্রয়োজনের ৬ গুন বেশি কীটনাশক ব্যবহৃত হচ্ছে? একজন সবজি চাষী এক মৌসুমে প্রায় ১৫০ বার কীটনাশক ছিটান। দেশের বাজারগুলোতে যে সবজি পাওয়া যাচ্ছে সেগুলোতেও বিষ পাওয়া যাচ্ছে বলে জানা যাচ্ছে।

বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে যে, দেশে ১৭ টি গ্রুপের প্রায় ৩৭৭ টি কীট নাশক প্রচলিত, যার অধিকাংশই উন্নত দেশে নিষিদ্ধ। ধান, আলু, বেগুন, পাতাকপি, আখ ও আমচাষীরা প্রয়োজনের তুলনায় প্রায় দ্বিগুন বেশি কীটনাশক ব্যবহার করে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কীটনাশকের সংস্পর্শে এলে নানা ধরনের রোগ হয়, ফলে এটি ব্যবহার করতে হয় খুবই সতর্কভাবে। কিন্তু দেশের একশজন কৃষকের মধ্যে মাত্র ৪ জন কীটনাশক ব্যবহারের উপর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত আর ৮৭ জন কৃষক কোনও বিষ থেকে বাঁচতে কোনও বিশেষ ব্যবস্থা নেন না।

অন্য একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, ১০০ জন কৃষকের মধ্যে ৬০ জনই কীটনাশক ব্যবহারের নিয়ম কানুন পড়ে দেখেন না।

আরেকটি খুব ভয়াবহ তথ্য হলে ১০০ জনের মধ্যে ৫ জন কৃষক কীটনাশক ব্যবহারের সময় ধুমপান বা অন্য খাদ্য গ্রহণ করেন।

বাংলাদেশের কৃষকরা ইতিমধ্যে নানা ধরনের রোগে ভুগছেন বলে গবেষণায় দেখা গেছে। একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, একটি এলাকার কীটনাশক ব্যবহারকারী কৃষকদের মধ্যে ৩০% কৃষক কীটনাশক ব্যবহারের সময় জ্বালাপোড়ায় ভোগেন, ২৮% কৃষক ভোগেন শ্বাস কষ্টে, ১৭% কৃষক চুলকানিতে, ও ১৩% কৃষক চোখের নানা সমস্যায় ভোগেন।

৭. জাতীয় পর্যায়ে কর্মসূচি:

- ***০৯ অক্টোবর ২০১১:*** জাতীয় প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন।

৭.২ জেলা পর্যায়ে কর্মসূচি

- ***০৩ থেকে ০৫ অক্টোবর ২০১১:*** সংবাদ সম্মেলন।
- **০৫ থেকে ০৮ অক্টোবর ২০১১:** গ্রামীণ নারীদের প্রতি অবদানের জন্য সম্মাননা (প্রতি জেলায় ৫জন), প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর আলোচনা সভা-সেমিনার, র‌্যালি, মেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

৯. উপসংহার:

জমির উর্বরতা বৃদ্ধি, বিভিন্ন রোগ বালাই তেকে ফসলকে রক্ষার জন্য অনেক প্রাকৃতিক উপায় রয়েছে। সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আমরা পরিবেশ ও মানুষের ক্ষতি না করেই বা নগণ্য ক্ষতি করে আমাদের কৃষি উৎপাদন যথাযত রাখা সম্ভব। সুতরাং এই বিষয়ে প্রচালনা প্রযোজন, গ্রামীণ পর্যায়ে সচেতেতনতা কাযৃক্রম গ্রহণ করা জরুরি। আর সরকারকেও এগিয়ে আসা উচিৎ বিষযটির নিয়ন্ত্রণে নান া উদ্যোগ নিয়ে।

আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস উদযাপন জেলা কমিটি-২০১৩

খুলনা বিভাগ

ক্রম	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	বাগেরহাট	সভাপতি	অগ্রযাত্রা মহিলা সমিতি	আম্বিয়া খাতুন	০১৭১২৫৬৬৮৫৪
		সম্পাদক	উদয়ন বাংলাদেশ	শেখ আসাদ	০১৭১৪-০৮৩৬৭০
২.	সাতক্ষীরা	সভাপতি	চুপড়িয়া মহিলা সমিতি	মরিয়ম মান্নান	০১৭১২১১৫৬৭২
		সম্পাদক	সিডো	শ্যামল কুমার বিশ্বাস	০১৭১৬৪০৬৪৬৭
৩.	যশোর	সভাপতি	দিপ্তি মহিলা ও শিশু উন্নয়ন সংগঠন	বেগম আফরোজ	০১৭১২৭৬৮১২৮
		সম্পাদক	নারী অধিকার বাস্ড়বায়ন সংস্থা	ডা: সাফিয়া খানম	০১৭১৬১৩১৭২০
৪.	মাগুরা	সভাপতি	স্বপ্নীল মহিলা ও শিশু উন্নয়ন সংস্থা	আছমা আলতাফ	০১৭২৯১১৭৩৬৯
		সম্পাদক	স্বপ্নীল	আ: হালিম	০১৭১২২৩৫১০১
৫.	নড়াইল	সভাপতি	নিত্যজোট	রওশন আরা কবির লিলি	০১৭১২৯৩১৫২৪
		সম্পাদক	স্বাবলম্বী	কাজী হাফিজুর রহমান	০১৭১৬১০৬১০৫
৬.	চুয়াডাঙ্গা	সভাপতি	সমাজ কর্মী	শহিদুল হক বিশ্বাস	০১৭১৭-৭৪৮৪০৪
		সম্পাদক	পলণ্ঢী উন্নয়ন সংস্থা	মে: ইলিয়াছ হোসেন	০১৭১১-২৮০৪৫৯
৭.	ঝিনাইদহ	সভাপতি	অধ্যক্ষ	মোঃ আনোয়ার্‌ল ইসলাম বাদশা	০১৭১১-১৫২৯৭৭
		সম্পাদক	র‌্যাক	এটিএম শহিদুল ইসলাম বাবু	০১৭৩০০৫০৩৩৯
৮.	কুষ্টিয়া	সভাপতি	নিকুশিমাজ সমাজ কল্যান প্রতিষ্ঠান	সালমা সুলতানা	০১৭১১৯৫১২১২
		সম্পাদক	শিলাইদহ রবীন্দ্র সংসদ	এস নজর্‌ল ইসলাম	০১৭১১৪০৮৬৩৯
৯.	খুলনা	সভাপতি	মাসেস	শামীমা সুলতানা শীলু	০১৭১৫১০৬৮৯০
		সম্পাদক	প্রোগ্রাম অফিসার, রূপান্ড়র	মোরশেদা খাতুন দিলারা	০১৭৩৮২২৬৬৮১
১০.	মেহেরপুর	সভাপতি	ভিটাপাড়া নারী কল্যান সমিতি	আসমা বেগম	০১১৯১৩০৮৫৬৭
		সম্পাদক	সাহেবনগর সমাজ কল্যাণ সংস্থা	আবুল কাশেম	০১৭১৪৯০৭৫৩৫
১১	শ্যাম নগর	সভাপতি	সি এস এস	শরিফুল ইসলাম	০১৭১০-০৮২৮৫২
		সম্পাদক	গণচেতনা ফাউন্ডেশন	শিবু প্রসাদ বৈদ্য	০১৯৭৫৫৯৫২৮৭

রাজশাহী বিভাগ

ক্রম	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	রাজশাহী	সভাপতি	সূর্য্যকনা হাইস্কুল (শিক্ষিকা)	আঞ্জুমানা আরা শোভা	০১৭১২১১৮৫৮৯
		সম্পাদক	জাতীয় তরুন সংঘ	আনোয়ার হোসেন	০১৮১৮২৩৪৫৪৬
২.	চাপাইনবাবগঞ্জ	সভাপতি	বাংলাদেশ শিশু একাডেমী	গৌরী চন্দ সিতু	০১৭১০৯৬৭৩৪৫
		সম্পাদক	চেতনা মানবিক উন্নয়ন সংস্থা	জাফরুল আলম	০১৭১৫৪৮৩৮৬৬
৩.	পাবনা	সভাপতি	সূচনা সমাজকল্যাণ সংস্থা	পুনিমা ইসলাম	০১৭১১-১৪২৮৭৬
		সম্পাদক	পাবনা প্রগতি সংস্থা	আ: সালাম	০১৭১১-৮৮৩৮৯৪
৪.	সিরাজগঞ্জ	সভাপতি	অন লাইন সংবাদিক ফোরাম	হেলাল আহমেদ	০১৭১৩-১৮১৫০৮
		সম্পাদক	প্রোগ্রাম ফর উইমেন ডেভলাবমেন্ট	হোসনে আরা জলি	০১৭১৬৬০০৭২৮
৫.	নাটোর	সভাপতি	বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ	দিলারা বেগম পারুল	০১৮২১৯৫২৭৩৩
		সম্পাদক	আলো	শামীমা লাইজু নীলা	০১৭১১৩৮৪২৯৮
৬.	নওগাঁ	সভাপতি	সভাপতি, নওগাঁ প্রেসক্লাব	মো: কায়েস উদ্দীন	০১৭১৮৯৭১৮৩৫
		সম্পাদক	জন নীর ছায়া সমাজ উন্নয়ন সংস্থা	নাজমা আখতার লিপি	০১৭২৬৫৮৫৭৭৭
৭.	জয়পুরহাট	সভাপতি	দু:স্থ মানবতার সেবা সংস্থা	অপূর্ব সরকার	০১৭১১০৫৬৯৫৭
		সম্পাদক	এইচ পি ডি ও	মাহাবুবা বেগম	০১৭১২২৮১৯৮১

রংপুর বিভাগ

ক্রম	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	দিনাজপুর	সভাপতি	বিকাশ	মো: নুরুল ইসলাম	০১৭১৮৪৩৮১৪১
		সম্পাদক	সিটি ডাবিøউ	মো: মতিউর রহমান	০১৭১৩২৪৯৫৪০
২.	রংপুর	সভাপতি	পাস	কে এম আলী সম্রাট	০১৭১২২২৫৮৫২
		সম্পাদক	মনস্বীতা	শরীফা বেগম	০১৭৩২৫৪৯৫০৮
৩.	গাইবান্দা	সভাপতি	উদ্যেগ	জিলøুর রহমান খন্দকার	০১৭১৩৩৯৮৯০০
		সম্পাদক	অবলম্বন ফাউন্ডেশন	মো: আতাউর রহমান	০১৭১৬৫৫৮২৯০
৪.	নীলফামারী	সভাপতি	নীলাঞ্চল দু:স্থ মহিলা সমিতি	এল এন রোকেয়া	০১৭৪৫৫৪৭০৩৯
		সম্পাদক	সেবা	দীপেন্দ্র সরকার	০১৭১৬৮০০৫৮৬
৫.	লালমনিরহাট	সভাপতি	মানসিকা	এ কে এম শামছুল হক	০১৭১৮৬৪০৯৪৫
		সম্পাদক	নজীর	মো: নুরুল হক সরকার	০১৭১৫৫৭২৩৭১
৬.	ঠাকুরগাঁও	সভাপতি	আকস	মোছা:রাবেয়া বেগম	০১৮১৮৪৫৩০৭৫
		সম্পাদক	সামাজিক কল্যাণ সংস্থা	আম্বিয়াতুন জান্নাত	০১৭১৬৭৪৯৭২৬
৭.	কুড়িগ্রাম	সভাপতি	সলিডারিটি	এস এম হারুন উর রশীদ লাল	০১৭১৫১৬৯৪৬৯
		সম্পাদক	এএফএডি	সাইদা ইয়াসমিন রুপা	০১৭১৯৬৯১৪০৯
৮.	পঞ্চগড়	সভাপতি	বিকাশ বাংলাদেশ	আলাউদ্দীন প্রধান	০১৭৩০০১৭২০০
		সম্পাদক	পরস্পর	আফরোজা বেগম লাকি	০১৭১৬৫০৮৩১২

বরিশাল বিভাগ

ক্রম	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
৯.	পটুয়াখালী	সভাপতি	সামাজিক আন্দেলন নেত্রী	জাহানারা হারুন	০১১৯৮০৭১০৮৫
		সম্পাদক	শাপলা ফুল সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি	নার্গিস আরা বায়েজিদ	০১৭১১৪৪৬৭৬২
১০.	ঝালকাঠি	সভাপতি	আকাস	এ্যাডঃজিয়াউর রহমান চৌঃ	০১৭১১২৮৬৩৪৯
		সম্পাদক	ভাইস চেয়ারম্যান, সদর উপজেলা	ডালিয়া নাসরিন	০১৮১৬৩২১৮১৮
১১.	বরিশাল	সভাপতি	পেশাজীবি সংগঠন	এ্যাড ঃ মঞ্জুয়ারা বেগম	০১৭১৮৩৩৫৩০৪
		সম্পাদক	এস ডি এস	নির্মল চন্দ্র দাস	০১৭১১৪৫৯২৩৫

১২.	বরগুনা	সভাপতি	সমাজসেবক	লুৎফুননাহার বকুল	০১৭১৬-০৪৬০৬৭
		সম্পাদক	চান্স	মনজুর মোর্শেদ খান	০১৮২২-৯৮২২৮৩
১৩.	ভোলা	সভাপতি	সভানেত্রী জনসংগঠন	মাসুমা বেগম	০১৭২৫৯২৬৪৬৯
		সম্পাদক	কোস্ট ট্রাস্ট	রাশিদা বেগম	০১৭১৩৩২৮৮০২

ঢাকা বিভাগ

ক্রম	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	মানিকগঞ্জ	সভাপতি	জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থা	রোমেজা আক্তার মাহিন	০১৭১২৯৬৬৩৭৩
		সম্পাদক	প্রদীপ	অনন্ত কুমার মন্ডল	০১৭১৩৫৮৩১৯৪
২.	নরসিংদী	সভাপতি	এমডিএস	মোসা: ফাহিমা খানম	০১৭১৬৭৫৪২১৮
		সম্পাদক	ম্যাবস	মো: আলী হোসেন	০১৭৩১১৯৮০১৩
৩.	ফরিদপুর	সভাপতি	কেপিকেএস	সালমা আকতার	০১৭২১২৬২৯৯৮
		সম্পাদক	এসডি	আসিফ ইকবাল	০১৭১১৮৪৯৪৯৪
৪.	জামালপুর	সভাপতি	ঝুমকা বাংলাদেশ	শারমীন কবির বীনা	০১৭১১১৩৩৬৭৩
		সম্পাদক	সমাজ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মো: এনামুল হক	০১৯১১১৪৪২৯৭
৫.	কিশোরগঞ্জ	সভাপতি	রুবি ডেভলাবমেন্ট অর্গানাইজেশন	রুবিনা আকতার রুবি	০১৭৪৭১৭৬৯১২
		সম্পাদক	ওয়েপ	মো: মিজানুর রহমান রিপন	০১৭১৫৪১২৯৯৯
৬.	শরিয়তপুর	সভাপতি	ডিইউএমএস	আব্দুল অজিজ মোল্লা	০১৭৪১০২১৮৫৩
		সম্পাদক	এসডিও	মাহবুবুর রহমান	০১৭১২২৩৫১০১
৭.	গাজীপুর	সভাপতি	বাদুয়ারচর শতদল সমাজ কল্যান সংস্থা	নাহিদ সুলতানা	০১৭৫২২৮৪০৩৩
		সম্পাদক	প্রেস ক্লাব-কালীগঞ্জ	ইব্রাহিম খান	০১৭১৬-৩৫০৪২০
৮.	ঢাকা	সভাপতি	আর সি এসভি	সরমিন ইসলাম ডেইজী	০১৭১১৩৮৩৬৫৫
		সম্পাদক	প্রদীপ	শাহাদাত ইসলাম চৌধুরী	০১৭১১১৫৯৯০৬
৯.	টাঙ্গাইল	সভাপতি	ওভা	আমিনা মামুন	০১৭১৮৭৬১৪৪৫
		সম্পাদক	সংযোগ	আইরিন পারভিন আলেয়া	০১৯২৩৭৫৯৪২৩
১০.	সাভার-ঢাকা	সভাপতি	ইমু	ঝুমা রানী বিশ্বাস	০১৭১৮৮২১৮০৮
		সম্পাদক	উইমেন্স ইন্টা: নেটওয়ার্ক	জসিম উদ্দিন চৌধুরী	০১৭৩২-২৬৮৯১২
১১.	মুন্সিগঞ্জ	সভাপতি	উত্তর মহাকালী মহিলা সমিতি	রোকেয়া বেগম	০১৭১২৫০৯১০২
		সম্পাদক	মধ্যম মহাকালী মহিলা সমিতি	হমিদা বেগম	০১৭২৪২৪৬২৭৫
১২.	নারায়নগঞ্জ	সভাপতি	মৌচাক মহিলা উন্নয়ন সমিতি	জাহানারা বেগম	০১৭২৪০২৩৫০১
		সম্পাদক	সোহা	নজরুল ইসলাম ঢালী	০১৭১২৭৯৭২৪৯
১৩.	মাদারীপুর	সভাপতি	সমতা নারী উন্নয়ন প্রচেষ্টা	নার্গিস সরোয়ার	০১৭৩১১৩৭০৫৭
		সম্পাদক	ভাইস চেয়ারম্যান	হোমায়ারা লতিফ পান্না	০১৭১১১৬৯৭৪৭
১৪.	ময়মনসিংহ	সভাপতি	নিরাপদ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন	ইবনুল সাইদ রানা	০১৮১৯৮১৯৭৯৯
		সম্পাদক	সিরাক বাংলাদেশ	এসএম সৈকত	০১৭১২২২৯৩৮১
১৫.	নেত্রকোনা	সভাপতি	ইয়ং ওমেন ক্রিশ্চিয়ান এসোসিয়েশন	লুদিয়া রুমা সাংমা	০১৭১১০২৭৯০১
		সম্পাদক	ইভেন্টফুল বাংলাদেশ	সনৎ কুমার সাহা	০১৭১০৮৯৩৪৮০
১৬.	রাজবাড়ী	সভাপতি	এন কে এস	অসীম কুমার পাল	০১৭১২-২০৩৮২৬
		সম্পাদক	ধুনচি মহিলা উন্নয়ন সমিতি	এস এম শফিকুল ইসলাম	০১৮২৪৪৯৫৮৩২
১৭.	শরীয়তপুর	সভাপতি	জাতীয় মহিলা সংস্থা (চেয়ারম্যান)	এ্যাড: রওশনারা বেগম	০১৭১২৮০৬৯৯৯
		সম্পাদক	এসডিও	মাহাবুবুর রহমান	০১৭১২২৩৫১০১
১৮.	গোপালগঞ্জ	সভাপতি	ওয়াই ডব্লিউ এম সি এ	নিহার মধু	০১৭১৬-৮৩৫২০৭
		সম্পাদক	হালিমা মেমোরিয়াল একাডেমী	মো: মাহাবুবুর রহমান	০১১৯০৫৩৮৯৫৩

চট্টগ্রাম বিভাগ

ক্রম	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	নোয়াখালী	সভাপতি	গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট	রাহা নব কুমার	০১৭১১-৪০৮২২৬
		সম্পাদক	প্রান	নুরুল ইসলাম মাসুদ	০১৯১৯-২৩১৭২২
২.	চাঁদপুর	সভাপতি	আহীস	মো: হারুন অর রশিদ	০১৭১২৬৮১৪২০
		সম্পাদক	প্রফেসর	ফাহমিদা ইসলাম	০১৭১৩-০৯৫৭৮১
৩.	ফেনী	সভাপতি	ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য	ডেইজী আহমেদ	০১৯২১৩৬৯১৮৮
		সম্পাদক	গ্রামীণ প্রগাতি সংস্থা	আজাদ চৌধুরী	০১৮১১৯৪৫৯৪৮
৪.	কুমিল্লা	সভাপতি	উপ: ভাইস চেয়ারম্যান-চৌদ্দগ্রাম	জনাব রাশেদা আক্তার	০১৭১২০৫৪৯৬৬
		সম্পাদক	দর্পন	মাহাবুব মোর্শেদ	০১৭১৫৭০৭১২৪
৫.	বি-বাড়ীয়া	সভাপতি	সমাজসেবক	নন্দিতা গুহ	০১৭২৬-০৪০৮৮১
		সম্পাদক	এআরডি	ইয়াছমিন জাহান	০১৭২৬-৩১১৯৪৪
৬.	কক্সবাজার	সভাপতি	সমাজসেবক	মোস্তফা কামাল পাশা	০১৮১১-৬৮২০৭৫
		সম্পাদক	কোস্ট ট্রাস্ট	মগবুল আহমেদ	০১৭১৩-৩২৮৪২৮
৭.	খাগড়াছড়ি	সভাপতি	খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি	শেফালীকা ত্রিপুরা	০১৭৩১৩১৮৩৬৮
		সম্পাদক	জাবারাং কল্যাণ সমিতি	মথুরা ত্রিপুরা	০১৫৫২৩৫৬৪৫৬
৮.	লক্ষ্মীপুর	সভাপতি	প্রয়াস	সাবিনা ইয়াছমিন	০১৭৩৪-৫৩৩৩৫৭
		সম্পাদক	উসাপ	মো: সেলিম	০১৮১২০৭৩০৬০
৯.	চট্টগ্রাম	সভাপতি	প্রত্যাশী	মনোয়ারা বেগম	০১৮১৯৩২৬২০৬
		সম্পাদক	বনফুল সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান	রিজিয়া বেগম	০১৭১৩১০২৫৪৭

সিলেট বিভাগ

ক্রম	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	হবিগঞ্জ	সভানেত্রী	সমাজসেবক	তাসমিনা বেগম গিনি	০১৭১১১২৩৮১৮
		সম্পাদক	প্রাকৃতিজন	তোফাজ্জল সোহেল	০১৭১১৩৭১০৭৩
২.	সিলেট	সভাপতি	সম্পাদক- সাপ্তাহিক গ্রাম সুরমা	হাসিনা বেগম চৌধুরী	০১৭১১১৮২৯৫৯
		সম্পাদক	সাইনিং	এডভোকেট তাহেরা স্বপ্না	০১৭১৫০২১২২১
৩.	মৌলভী বাজার	সভাপতি	জে কি সি	নীল মণি সিং	০১৭১৫৩৭৯৬৯৮
		সম্পাদক	ইসা	প্রভা রাণী বাড়াইক	০১৭১২৫১৬২৮৭

আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস উদযাপন জাতীয় কমিটি

সচিবালয়: ইক্যুইটিবিডি, বাড়ি: ১৩ (মেট্রো মেলডী) , রোড: ২ , শ্যামলী , ১২০৭। ফোন: ৮১২৫১৮১/৮১৫৪৬৭৩ ,

ওয়েব: www.equitybd.org , ফ্যাক্স: ৯১২৯৩৯৫